দ্বীনিয়াত
শিক্ষা
দ্বিতীয় ভাগ
www.ahlehadeethbd.org

Contents

দ্বীনিয়াত শিক্ষা

(দ্বিতীয় ভাগ)

গবেষণা বিভাগ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

দ্বীনিয়াত শিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ)

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩
হাফাবা প্রকাশনা-৯১
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
মোবাইল-০১৮৩৫-৪২৩৪১০, ০১৭৭০৮০০৯০০

التعليم الديني (الجزء الثاني)

تأليف : قسم البحوث

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش
(مؤسسة الحديث للطباعة والنشر)

প্রকাশকাল
জুমাদাল উলা ১৪৪০ হিঃ
মাঘ ১৪২৫ বাং
জানুয়ারী ২০১৯ খ্রিঃ

কম্পোজ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

মুদ্রণ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস
নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য
৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) টাকা মাত্র

Deeniyat Shikkha (Second Part) compiled by **Department of Research**. Published by : **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph & Fax : 88-0247-860861. Mob: 01835-423410, 01770800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org.

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

নাহ্মাদুহূ ওয়া নুছাল্লী 'আলা রসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ-

সন্তান-সন্ততি মানুষের দুনিয়াবী জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই সম্পদকে সঠিকভাবে প্রতিপালন করা এবং তাকে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন করে গড়ে তোলা একজন অভিভাবকের অবশ্য কর্তব্য। সেই সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধারদেরও দায়িত্ব ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার পরিবেশ নিশ্চিত করা। আমরা মুসলিম। এই পৃথিবীতে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য এক আল্লাহ্র ইবাদত করা। আর ইবাদতের জন্য প্রয়োজন সঠিক জ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষা। শুধু তাই নয়, প্রাত্যহিক জীবনে চলার পথেও এর কোন বিকল্প নেই। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ছোট্ট সোনামণিদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দ্বীনিয়াত শিক্ষা প্রদানের জন্য **'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'**-এর গবেষণা বিভাগ কর্তৃক পুস্তিকাটি সংকলন করা হয়েছে। এটি বিভিন্ন মাদরাসা ও ইসলামী স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য উপযোগী করে প্রণীত।

আশা করি পুস্তিকাটি ছোট্ট সোনামণিদের প্রাথমিক দ্বীন শিক্ষার পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পুস্তিকাটি রচনা ও পরিমার্জনে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং একে আমাদের নাজাতের অসীলা করুন-আমীন!

সচিব
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রথম অধ্যায়

হিফযুল হাদীছ

١. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : **رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ**- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১. আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৯২৭)*।

٢. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: **بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ**- رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

২. জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মুমিন এবং কাফির-মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য হ'ল ছালাত' *(মুসলিম হা/৮২)*।

٣. عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : **لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ**- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৩. হযরত আনাস (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হ'তে পারবে না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই-ই পসন্দ করে যা সে নিজের জন্য পসন্দ করে' *(বুখারী হা/১৩)*।

٤. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : **مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ**- رَوَاهُ أَحْمَدُ.

৪. উক্ববা বিন আমের আল-জুহানী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয ঝুলায়, সে শিরকে লিপ্ত হয়' *(আহমাদ হা/১৭৪৫৮, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৯২)*।

٥. عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : **أَيُّ الْإِسْلاَمِ خَيْرٌ؟ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَّمْ تَعْرِفْ**- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৫. হযরত আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, 'ইসলামে কোন কাজ সর্বোত্তম? উত্তরে তিনি বললেন, তুমি অন্যকে খানা খাওয়াবে এবং পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান করবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬২৯)*।

٦. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُماَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : **مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا**- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৬. হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আমাদের উপর যে ব্যক্তি অস্ত্র উত্তোলন করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(বুখারী হা/৬৮৭৪)*।

٧. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : **اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ**- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৭. আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি সম্মানিত লেখক ফেরেশতাগণের সাথে থাকবেন' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২১১২)*।

٨. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : **اَلْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ**، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৮. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ভাল কথা বলা ছাদাক্বা' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ; মিশকাত হা/১৮৯৬)*।

٩. عَنْ أَبِى طَلْحَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : **لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ تَصَاوِيرُ**، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

৯. আবু তালহা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ঘরে কুকুর ও প্রাণীর ছবি (টাঙানো) থাকে, সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না' *(বুখারী হা/৩২২৫; মিশকাত হা/৪৪৮৯)*।

١٠. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : **بُنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَّ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَإِقَامِ الصَّلوَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ**- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

১০. হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপরে দণ্ডায়মান। (১) তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করা এই মর্মে যে, 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল' (২) ছালাত কায়েম করা (৩) যাকাত আদায় করা (৪) হজ্জ সম্পাদন করা (৫) রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করা' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৪)*।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) কুফর (اَلْكُفْرُ) শব্দের অর্থ কি?

(খ) শিরক (الشِّرْكُ) শব্দের অর্থ কি?

(গ) ছালাত (الصَّلاَةُ) শব্দের অর্থ কি?

(ঘ) তামীমা (تَمِيمَةٌ) শব্দের অর্থ কি?

(ঙ) ভাল কথা বলা কি?

(চ) ইসলাম (الإِسْلاَمُ) শব্দের অর্থ কি?

(ছ) হজ্জ (اَلْحَجُّ) শব্দের অর্থ কি?

(জ) যাকাত (الزَّكٰوةُ) শব্দের অর্থ কি?

২. শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) .... অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি।

(খ) যে ব্যক্তি তাবীয ঝুলায় সে..........করে।

(গ) আমাদের উপর যে ব্যক্তি..... উত্তোলন করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

(ঘ) ভাল কথা বলা .... ।

(ঙ) মুমিন এবং কাফির-মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য......... ।

৩. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) পূর্ণ মুমিন হওয়ার শর্ত কি?

(খ) ইসলামে কোন কাজ সর্বোত্তম?

(গ) কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তির মর্যাদা কি?

(ঘ) কোন ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না?

(ঙ) ইসলামের মূল স্তম্ভ কয়টি ও কি কি?

দ্বিতীয় অধ্যায়

সোনামণিরা! আল্লাহ মানুষ ও জিন জাতিকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। শুধু ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাতই ইবাদত নয়। বরং মুমিনের পুরো জীবনটাই ইবাদত। তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, আমরা ভাত খেলে, গোসল করলে, কাপড় পরলে এগুলোও কি ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে? হ্যাঁ, যদি আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর পদ্ধতিতে দো'আ পড়ে এ কাজগুলো করি, তাহ'লে এগুলোও ইবাদত হিসাবে গন্য হবে। অতএব তোমরা দো'আ পড়ে কাজ শুরু করবে। তাহ'লে অনেক নেকী অর্জন করতে পারবে।

প্রথম পাঠ

বিভিন্ন সময়ে পঠিতব্য দো'আ সমূহ

❖ সকল **ভাল কাজের** শুরুতে বলবে- بِسْمِ اللهِ *'বিসমিল্লা-হ'* (আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি) এবং শেষে বলবে- اَلْحَمْدُ ِللهِ *'আলহামদুলিল্লা-হ'* (যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য)।

❖ **মঙ্গলজনক** কিছু দেখলে বা শুনলে বলবে, اَلْحَمْدُ ِللهِ *'আলহামদুলিল্লা-হ'* ।

❖ **পসন্দনীয়** কিছু দেখলে বা শুনলে বলবে, اَلْحَمْدُ ِللهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ *'আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী বিনি'মাতিহি তাতিম্মুছ ছা-লিহা-ত'* (সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যার অনুগ্রহে সকল শুভ কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে)।

❖ **অপসন্দনীয়** কিছু হ'লে বলবে, اَلْحَمْـدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَـالٍ *'আলহামদুলিল্লা-হি 'আলা কুল্লে হা-ল'* (সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা)।

❖ **আশ্চর্যজনক** কিছু হ'লে বলবে, سُـبْحَانَ اللّٰهِ *'সুবহা-নাল্লা-হ'* (মহাপবিত্র তুমি হে আল্লাহ!)। অথবা বলবে, اَللّٰهُ أَكْـبَرُ *'আল্লা-হু আকবার'* (আল্লাহ সবার চেয়ে বড়)।

❖ **ভয় পেলে** বলবে, لَآ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ *'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'* (আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই)।

❖ **দুঃখজনক কিছু** হ'লে বলবে, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّـا إِلَيْـهِ رَاجِعُـوْنَ *'ইন্না লিল্লা-হে ওয়া ইন্না ইলাইহে রা-জে'উন'* (আমরা সবাই আল্লাহ্র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী)।

❖ **বিপদে পড়লে** বলবে, اَللَّهُـمَّ أَجِـرْنِيْ فِيْ مُصِـيْبَتِيْ وَأَخْلِـفْ لِيْ خَـيْرًا مِّنْهَـا *'আল্লা-হুম্মা আজিরনী ফী মুছীবাতী ওয়া আখলিফলী খায়রাম মিনহা'* (হে আল্লাহ! এই বিপদে তুমি আমাকে আশ্রয় দাও এবং আমাকে এর উত্তম বিনিময় দান কর)।

২. যে কোন উদ্দেশ্যে পড়া যায় :

اَللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ-

'আল্লা-হুম্মা রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুন্ইয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আ-খিরাতে হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা আযা-বান্না-র'।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে ও আখেরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও'। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অধিকাংশ সময় এই দো'আ পাঠ করতেন।

৩. খাওয়া শেষের দো‘আ :

খাওয়া শেষে বলবে-

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ -*‘আলহামদুলিল্লা-হ’* (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য)।

(২) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هَذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ

-*‘আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী আত্ব‘আমানী হা-যা ওয়া রাঝাক্বানীহি মিন গায়রে হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুউওয়াহ’* (সেই আল্লাহ্র জন্য সকল প্রশংসা, যিনি আমাকে আমার ক্ষমতা ও শক্তি ছাড়াই এই খাবার খাইয়েছেন এবং এই রূযী দান করেছেন)।

৪. পিতা-মাতার জন্য দো‘আ :

(১) رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا، (الإسراء ٢٤)

‘রব্বিরহাম্‌হুমা কামা রব্বাইয়া-নী ছগীরা’ (হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের উপরে দয়া কর, যেমন তারা আমাকে ছোটকালে দয়ার সাথে প্রতিপালন করেছিলেন)’ *(ইসরা ১৭/২৪)*।

(২) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ

‘রব্বানাগফিরলী ওয়ালিওয়া-লিদাইয়া ওয়া লিলমু’মিনীনা ইয়াউমা ইয়াকূমুল হিসা-ব’ (হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে, আমার পিতামাতাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা কর, যেদিন হিসাব কায়েম হবে’ *(ইবরাহীম ১৪/৪১)*।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) আল্লাহ মানুষ ও জিন জাতিকে কেন সৃষ্টি করেছেন?

(খ) মঙ্গলজনক কিছু দেখলে বা শুনলে কি বলতে হয়?

(গ) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদুলিল্লা-হ) শব্দের অর্থ কি?

(ঘ) আশ্চর্যজনক কিছু দেখলে কি বলবে?

(ঙ) দুঃখজনক কিছু হ'লে কোন দো'আ বলতে হয়?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) সকল ভাল কাজের শুরুতে ও শেষে কোন দো'আ বলতে হয়?

(খ) পসন্দনীয় কিছু দেখলে বা শুনলে কোন দো'আ বলতে হয়?

(গ) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ 'আলহাম্‌দুলিল্লা-হি 'আলা কুল্লি হা-ল' অর্থ কি?

(ঘ) ভয় পেলে কোন দো'আ বলতে হয়?

(ঙ) বিপদে পড়লে কোন দো'আ পড়তে হয়?

৩. মুখস্থ বল :

(ক) যে কোন উদ্দেশ্য পঠিতব্য দো'আটি বল।

(খ) খাওয়া শেষের দ্বিতীয় দো'আটি মুখস্থ বল।

(গ) পিতা-মাতার জন্য দো'আগুলি মুখস্থ বল।

দ্বিতীয় পাঠ

ছালাতের আবশ্যকীয় দো‘আ সমূহ

১. ছানা বা দো‘আয়ে ইস্তেফতা-হ :

اَللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللَّهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ-

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা বা-‘এদ বায়নী ওয়া বায়না খাত্বা-ইয়া-ইয়া, কামা বা-‘আদতা বায়নাল মাশরিক্বি ওয়াল মাগরিবি। আল্লা-হুম্মা নাকক্বিনী মিনাল খাত্বা-ইয়া, কামা ইউনাকক্বাছ ছাওবুল আব্ইয়াযু মিনাদ দানাসি। আল্লা-হুম্মাগ্সিল খাত্বা-ইয়া-ইয়া বিল মা-য়ি ওয়াছ ছালজি ওয়াল বারাদি’।*

অনুবাদ : ‘হে আল্লাহ! আপনি আমার ও আমার গোনাহ সমূহের মধ্যে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন, যেমন দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে পরিচ্ছন্ন করুন গোনাহ সমূহ হ’তে, যেমন পরিচ্ছন্ন করা হয় সাদা কাপড় ময়লা হ’তে। হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহ সমূহকে ধুয়ে ছাফ করে দিন পানি দ্বারা, বরফ দ্বারা ও শিশির দ্বারা’।

২. রুকূর দো‘আ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ *‘সুবহা-না রব্বিয়াল ‘আযীম’* (মহাপবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি মহান) কমপক্ষে তিনবার পড়বে।

৩. রুকূ থেকে উঠার পরের দো‘আ : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ *‘রব্বানা লাকাল হাম্‌দ’* (হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার জন্যই সকল প্রশংসা)। **অথবা** পড়বে- رَبَّنَا وَلَكَ

الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ *'রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দু হাম্‌দান কাছীরান ত্বাইয়েবাম মুবা-রাকান ফীহ'* (হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার জন্য অগণিত প্রশংসা, যা পবিত্র ও বরকতময়)।

৪. সিজদার দো'আ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى *'সুবহা-না রব্বিয়াল আ'লা'* (মহাপবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি সর্বোচ্চ)। কমপক্ষে তিনবার পড়বে।

৫. দুই সিজদার মাঝের দো'আ :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ-

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী ওয়ারহাম্‌নী ওয়াজ্‌বুরনী ওয়াহ্‌দিনী ওয়া 'আ-ফেনী ওয়ার্‌ঝুক্বনী*।

অনুবাদ : 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপরে রহম করুন, আমার অবস্থার সংশোধন করুন, আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করুন, আমাকে সুস্থতা দান করুন ও আমাকে রূযী দান করুন'।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ (সুবহা-না রব্বিয়াল 'আযীম) অর্থ কি?

(খ) ছালাতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ (সুবহা-না রব্বিয়াল 'আযীম) কমপক্ষে কয়বার পড়তে হবে?

(গ) ছানা বা দো'আয়ে ইস্তেফতা-হ কখন বলতে হয়?

Contents

(ঘ) সিজদা (سِجْدَة) শব্দের অর্থ কি?

(ঙ) রুকূ‘ (رُكُوْع) শব্দের অর্থ কি?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) দুই সিজদার মাঝের দো‘আটি অর্থসহ বল।

৩. মুখস্থ বল :

(ক) ছানা বা দো‘আয়ে ইস্তেফতা-হ মুখস্থ বল।

(খ) রুকূ ও সিজদার দো‘আ দু’টি মুখস্থ বল।

৩. সঠিক উত্তরটি বাছাই কর :

(১) রুকূর দো‘আ কোনটি?

(ক) سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ‘সুবহা-না রব্বিয়াল ‘আযীম’।

(খ) سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ‘সুবহা-না রব্বিয়াল আ‘লা’।

(২) সিজদার দো‘আ কোনটি?

(ক) سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ‘সুবহা-না রব্বিয়াল আ‘লা’।

(খ) سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ‘সুবহা-না রব্বিয়াল ‘আযীম’।
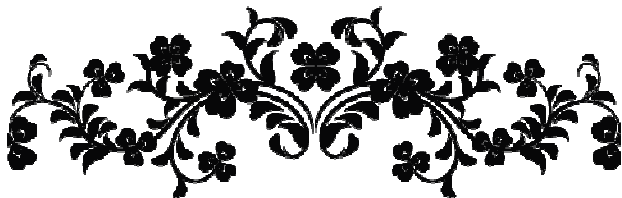
তৃতীয় পাঠ

ছালাতে শেষ বৈঠকের দো'আ সমূহ

১. তাশাহ্হুদ (আত্তাহিইয়া-তু) :

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ-

উচ্চারণ : *আত্তাহিইয়া-তু লিল্লা-হি ওয়াছ্ ছালাওয়া-তু ওয়াত্ ত্বাইয়িবা-তু আসসালা-মু 'আলায়কা আইয়ুহান নাবিইয়ু ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু। আসসালা-মু 'আলায়না ওয়া 'আলা 'ইবা-দিল্লা-হিছ ছা-লেহীন। আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আব্দুহূ ওয়া রাসূলুহু।*

অনুবাদ : 'যাবতীয় সম্মান, যাবতীয় উপাসনা ও যাবতীয় পবিত্র বিষয় আল্লাহ্র জন্য। হে নবী! আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সমৃদ্ধি সমূহ নাযিল হউক। শান্তি বর্ষিত হউক আমাদের উপরে ও আল্লাহ্র সৎকর্মশীল বান্দাগণের উপরে। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল'।

২. দরূদ :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ছাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া 'আলা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লায়তা 'আলা ইবরা-হীমা ওয়া 'আলা আ-লি ইব্রা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বা-রিক 'আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া 'আলা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা বা-রক্তা 'আলা ইব্রা-হীমা ওয়া 'আলা আ-লি ইব্রা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।*

অনুবাদ : 'হে আল্লাহ! আপনি রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের উপরে, যেমন আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবারের উপরে। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি বরকত নাযিল করুন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের উপরে, যেমন আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবারের উপরে। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত'।

৩. দো'আয়ে মাছূরাহ :

مَأْثُوْرَةٌ 'মাছূরাহ' শব্দের অর্থ হাদীছে বর্ণিত দো'আ সমূহ। সুতরাং হাদীছে বর্ণিত সব দো'আই দো'আয়ে মাছূরাহ।

তবে রাসূল (ছাঃ) তাশাহহুদের পর নিম্নোক্ত দো'আটি পড়ার জন্য বিশেষভাবে তাকীদ দিয়েছেন।-

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدَكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইন্নী যালামতু নাফ্সী যুলমান কাছীরাঁও অলা ইয়াগ্ফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্তা, ফাগ্ফিরলী মাগফিরাতাম মিন 'ইনদিকা ওয়ারহাম্নী ইন্নাকা আন্তাল গাফূরুর রহীম'।*

অনুবাদ : 'হে আল্লাহ! আমি আমার নফসের উপরে অসংখ্য যুলুম করেছি। ঐসব গুনাহ মাফ করার কেউ নেই আপনি ব্যতীত। অতএব আপনি আমাকে আপনার পক্ষ হ'তে বিশেষভাবে ক্ষমা করুন এবং আমার উপরে অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান'। এরপর অন্যান্য দো'আ সমূহ পড়তে পারে।

অনুশীলনী

১. মুখস্থ বল :

(ক) তাশাহ্হুদ (আত্তাহিইয়া-তু) দো'আটি মুখস্থ বল।

(খ) দরূদ মুখস্থ বল।

চতুর্থ পাঠ

ছালাত পরবর্তী যিকর সমূহ

(١) اَللهُ أَكْبَرُ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، اَسْتَغْفِرُ اللهَ، اَسْتَغْفِرُ اللهَ-

(১) উচ্চারণ : *আল্লা-হু আকবার (একবার সরবে)। আস্তাগফিরুল্লা-হ, আসতাগ্ফিরুল্লা-হ, আস্তাগ্ফিরুল্লা-হ (তিনবার)।*

অর্থ : 'আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। আমি আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি'।

(٢) اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ-

(২) উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা আন্তাস্ সালা-মু ওয়া মিন্কাস্ সালা-মু, তাবা-রক্তা ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল ইক্রা-ম।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনিই শান্তি, আপনার থেকেই আসে শান্তি। বরকতময় আপনি, হে মর্যাদা ও সম্মানের মালিক'।

(٣) لَآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ- اَللَّهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ، اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ-

(৩) উচ্চারণ : *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহূ লা শারীকা লাহূ, লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর; লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ। আল্লা-হুম্মা আ'ইন্নী 'আলা যিকরিকা ওয়া শুক্রিকা ওয়া হুসনে 'ইবা-দাতিকা। আল্লা-হুম্মা লা মা-নি'আ লিমা আ'ত্বায়তা অলা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'তা অলা ইয়ান্ফা'উ যাল জাদ্দি মিন্কাল জাদ্দু।*

অর্থ : 'নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত, যিনি একক ও শরীকবিহীন। তাঁরই জন্য সকল রাজত্ব ও তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী। নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি, আল্লাহ ব্যতীত। হে আল্লাহ!

আপনাকে স্মরণ করার জন্য, আপনার শুকরিয়া আদায় করার জন্য এবং আপনার সুন্দর ইবাদত করার জন্য আমাকে সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! আপনি যা দিতে চান, তা রোধ করার কেউ নেই এবং আপনি যা রোধ করেন, তা দেওয়ার কেউ নেই। কোন সম্পদশালী ব্যক্তির সম্পদ কোন উপকার করতে পারে না আপনার রহমত ব্যতীত’।

(٤) رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلاَمِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا–

(৪) উচ্চারণ : *রাযীতু বিল্লা-হি রব্বাঁও ওয়া বিল ইসলা-মি দীনাঁও ওয়া বিমুহাম্মাদিন্ নাবিইয়া।*

অর্থ: ‘আমি সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম আল্লাহ্‌র উপরে প্রতিপালক হিসাবে, ইসলামের উপরে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদের উপরে নবী হিসাবে’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি এই দো‘আ পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে’।

(٥) اَللَّهُمَّ أَدْخِلْنِيْ الْجَنَّةَ وَأَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ–

(৫) উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা আদখিলনিল জান্নাতা ওয়া আজিরনী মিনান্ না-র* (৩ বার)।

অর্থ : ‘হে আল্লাহ তুমি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচাও!’

(٦) سُبْحَانَ اللهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَللهُ أَكْبَرُ، لآ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ–

(৬) উচ্চারণ : *সুবহা-নাল্লা-হ* (৩৩ বার)। *আলহাম্‌দুলিল্লা-হ* (৩৩ বার)। *আল্লাহু-আকবার* (৩৩ বার)। *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা শারীকা লাহূ; লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর* (১ বার)। **অথবা** *আল্লা-হু আকবার* (৩৪ বার)।

অর্থ : 'পবিত্রতাময় আল্লাহ। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। আল্লাহ সবচেয়ে বড়। নেই কোন উপাস্য এক আল্লাহ ব্যতীত; তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব ও তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী'।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) اَللهُ أَكْبَرُ (আল্লা-হু আকবার) অর্থ কি?

(খ) أَسْتَغْفِرُ اللهَ (*আস্তাগফিরুল্লা-হ*) অর্থ কি?

(গ) سُبْحَانَ اللهِ (*সুবহানাল্লা-হ*) অর্থ কি?

(ঘ) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (*আলহামদুলিল্লা-হ*) অর্থ কি?

(ঙ) সালাম ফিরানোর পর প্রথমে কি বলতে হয়?

২. মুখস্থ বল :

(ক) ছালাতের পরবর্তী ৫টি দো'আ মুখস্থ বল।

৩. সঠিক উত্তরটি বাছাই কর :

(১) سُبْحَانَ اللهِ (সুবহা-নাল্লা-হ) কতবার বলতে হয়?

(ক) ৩৩ বার। (খ) ৩৫ বার। (গ) ৩৮ বার।

(২) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহাম্দুলিল্লা-হ) কতবার বলতে হয়?

(ক) ৩৩ বার। (খ) ৩৫ বার। (গ) ৩৭ বার।

(৩) اَللهُ أَكْبَرُ (আল্লা-হু আকবার) কতবার বলতে হয়?

(ক) ৩৪ বার। (খ) ৩৫ বার। (গ) ৩৬ বার।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পাঠ

তাওহীদ (التوحيد)

শাব্দিক অর্থ : তাওহীদ অর্থ একত্ব।

পারিভাষিক অর্থ : আল্লাহকে এক বলে জানা এবং একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে সকল ইবাদত করাকে 'তাওহীদ' বলা হয়। যা তিন প্রকার :

(১) **তাওহীদে রবূবিয়্যাত** : অর্থাৎ আল্লাহকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিশ্বজগতের মালিক হিসাবে বিশ্বাস করা।

(২) **তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত** : অর্থাৎ আল্লাহ্‌র যে সকল নাম ও গুণাবলী কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, তা হুবহু বিশ্বাস করা। আল্লাহ্‌র শতাধিক গুণবাচক নাম রয়েছে। যাকে 'আসমাউল হুস্‌না' বলা হয়।

(৩) **তাওহীদে উলূহিয়্যাত** : অর্থাৎ আল্লাহকে একমাত্র হক্ব মা'বূদ বা উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করা এবং একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে সকল ইবাদত করা। একে 'তাওহীদে ইবাদত'ও বলা হয়।

তাওহীদের গুরুত্ব :

তাওহীদ ব্যতীত কেউ প্রকৃত মুসলিম হ'তে পারে না। জিন ও মানবজাতি সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য এটাই। সকল নবী ও রাসূলকে আল্লাহ তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য পাঠিয়েছিলেন।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) তাওহীদ অর্থ কি?

(খ) তাওহীদে রবূবিয়্যাত অর্থ কি?

(গ) 'আসমাউল হুস্না' কি?

(ঘ) ইবাদত অর্থ কি?

(ঙ) জিন ও ইনসান সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য কি?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) তাওহীদ কাকে বলে?

(খ) তাওহীদ কত প্রকার ও কি কি?

(গ) ইবাদত কাকে বলে?

(ঘ) তাওহীদের গুরুত্ব কি?

দ্বিতীয় পাঠ

ইসলাম (الإسلام)

ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ করা।

শেষনবী মুহাম্মাদ *(ছল্লাল্ল-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-এর মাধ্যমে মানবজাতির জন্য প্রেরিত আল্লাহ্‌র মনোনীত একমাত্র ধর্ম হ’ল ইসলাম। যা যথাযথভাবে মেনে চলার মধ্যেই মানুষের ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তি নির্ভর করে *(বাক্বারাহ ২/২০৮)*।

ইসলামের রুকন : ইসলামের রুকন বা স্তম্ভ পাঁচটি। যথা-

(১) এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করা যে, ‘আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ *(ছল্লাল্ল-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)* তাঁর বান্দা ও রাসূল’।

(২) ছালাত কায়েম করা

(৩) যাকাত আদায় করা

(৪) হজ্জ পালন করা

(৫) রামাযানের ছিয়াম পালন করা’।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) ইসলাম শব্দের অর্থ কি?

(খ) আল্লাহ্‌র মনোনীত একমাত্র ধর্ম কোনটি?

(গ) ইসলামের স্তম্ভ কয়টি?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) ইসলাম কাকে বলে?

(খ) ইসলামের ৫টি স্তম্ভ কি কি?

(গ) মানবজাতির ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তি কিসের উপর নির্ভর করে?

তৃতীয় পাঠ

ঈমান (الإيمان)

শাব্দিক অর্থ : 'ঈমান' অর্থ নিশ্চিত বিশ্বাস।

পারিভাষিক অর্থ : হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের নাম হ'ল 'ঈমান', যা আনুগত্যে বৃদ্ধি পায় ও গোনাহে হ্রাস পায়। বিশ্বাস হ'ল মূল এবং কর্ম হ'ল শাখা।

ঈমানের রুকন : ঈমানের রুকন বা স্তম্ভ ছয়টি। যথা-

(১) আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস।

(২) তাঁর ফেরেশতাগণের উপর বিশ্বাস।

(৩) তাঁর প্রেরিত কিতাব সমূহের উপর বিশ্বাস।

(৪) তাঁর রাসূলগণের উপর বিশ্বাস।

(৫) আখিরাতের উপর বিশ্বাস এবং

(৬) তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস।

এসো আমরা এই ছয়টি বিষয় আরবীতে বলি-

اٰمَنْتُ بِاللهِ وَمَلَآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللهِ تَعَالَي-

অনুবাদ : 'আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম আল্লাহ্র উপরে, তাঁর ফেরেশতাগণের উপরে, তাঁর প্রেরিত কিতাব সমূহের উপরে, তাঁর রাসূলগণের উপরে, আখিরাতের উপরে এবং আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে নির্ধারিত তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপর'।

এটিকে ঈমানে মুফাছ্ছাল বা বিস্তারিত ঈমান বলে।

আবার এর একটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা রয়েছে, যাকে বলা হয় ঈমানে মুজমাল। আরবীতে এটি হ’ল-

اٰمَنْتُ بِاللهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَآءِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ وَ اَرْكَانِهٖ–

অনুবাদ : ‘আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম আল্লাহ্র উপরে যেমন তিনি, তাঁর যাবতীয় নাম ও গুণাবলী সহকারে এবং আমি কবুল করলাম তাঁর যাবতীয় আদেশ-নিষেধ ও ফরয-ওয়াজিব সমূহকে’।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) إيمان (ঈমান) শব্দের অর্থ কি?

(খ) ঈমানের স্তম্ভ কয়টি?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) ঈমানের স্তম্ভগুলি কি কি?

(খ) ঈমানে মুফাছ্ছাল আরবীতে অর্থসহ বল।

(গ) ঈমানে মুজমাল আরবীতে অর্থসহ বল।

৩. শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) হৃদয়ে বিশ্বাস..... স্বীকৃতি ও .... বাস্তবায়নের নাম ঈমান।

(খ) ঈমান আনুগত্যে..... পায় এবং গোনাহে..... পায়।

(গ) বিশ্বাস হ’ল.... এবং কর্ম হ’ল .....।

Contents

চতুর্থ পাঠ

আল্লাহ (الله)

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা। আমরা তাঁর সৃষ্টি। তিনি আসমান-যমীন সহ পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি পানাহার করেন না। ঘুমান না। তাঁর ক্লান্তি নেই। তাঁর কোন অভাব নেই। তিনি 'হও' বললে সবকিছু হয়ে যায়।

তিনি সাত আসমানের উপর আরশে সমুন্নীত। তাঁর আকার আছে। কিন্তু এগুলো তাঁর মতই। কারো সাথে তিনি তুলনীয় নন। তিনি নিরাকার নন। তিনি সর্বত্র বিরাজমান নন। কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতা সবকিছুতে বিস্তৃত।

সূরা ইখলাছে তাঁর পরিচয় দেয়া হয়েছে-

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (١) اللهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)

অনুবাদ : (১) তুমি বল, তিনি আল্লাহ এক (২) আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন (৩) তিনি (কাউকে) জন্ম দেননি এবং তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি (৪) আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) আল্লাহ কে?

(খ) আল্লাহ্র কি কোন শরীক আছে?

(গ) আল্লাহ কি ঘুমান?

(ঘ) আল্লাহ কি কোন কিছু পানাহার করেন?

(ঙ) আল্লাহ কোথায় আছেন?

(চ) আল্লাহ কি নিরাকার?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) আল্লাহ সম্পর্কে যা জান বল।

(খ) সূরা ইখলাছ অর্থসহ বল।

৩. শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) তিনি........ বললে সবকিছু হয়ে যায়।

(খ) তিনি .... আরশে সমুন্নীত।

(গ) তিনি কারো সাথে .... নন।

قل هو الله احد

পঞ্চম পাঠ

নবী-রাসূলগণ (الأنبياء والرسل)

নবী ও রাসূলগণ ছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত পুরুষ। মানুষকে সরল-সঠিক পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তাদেরকে পাঠিয়েছিলেন।

আল্লাহ যুগে যুগে ৩১৫ জন রাসূল সহ ১ লক্ষ ২৪ হাযার নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। তন্মধ্যে হযরত আদম (*'আলাইহিস সালাম*) ছিলেন মানব জাতির আদি পিতা ও প্রথম নবী এবং বিবি 'হাওয়া' ছিলেন আদি মাতা। হযরত নূহ (আঃ) ছিলেন মানব জাতির প্রথম রাসূল এবং হযরত ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন 'নবীগণের পিতা'। তাঁর বংশধর হযরত মুহাম্মাদ (*ছল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম*) ছিলেন শেষনবী ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। কুরআন মাজীদে মোট ২৫ জন নবীর নাম বর্ণিত হয়েছে।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) নবী শব্দের অর্থ কি?

(খ) রাসূল শব্দের অর্থ কি?

(গ) আল্লাহ কতজন নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছিলেন?

(ঘ) মানবজাতির আদি পিতা ও মাতা কে?

(ঙ) প্রথম রাসূল কে ছিলেন?

২. সঠিক উত্তরটি বাছাই কর :

(১) কুরআন মাজীদে মোট কতজন নবীর নাম বর্ণিত হয়েছে?

(ক) ২০ জন। (খ) ২৭ জন। (ঘ) ২৫ জন।

(২) ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন-

(ক) আদি পিতা। (খ) প্রথম রাসূল। (গ) নবীগণের পিতা।

(৩) মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন-

(ক) প্রথম নবী। (খ) প্রথম রাসূল। (খ) শেষনবী ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল।

৩. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) নবী ও রাসূল কারা? আল্লাহ তাদেরকে কেন পাঠিয়েছিলেন?

ষষ্ঠ পাঠ

মুহাম্মাদ (ছাঃ) (محمد صلي الله عليه وسلم)

শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ (*ছল্লাল্ল-হু ‘আলাইহে ওয়া সাল্লাম*) মক্কার বিখ্যাত কুরায়েশ বংশের হাশেমী গোত্রে ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল সোমবার জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই জুন সোমবার মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন। চান্দ্রবর্ষ হিসাবে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর ৪ দিন।

মা আমেনার গর্ভে থাকাকালীন তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ মারা যান এবং তিনি পিতৃহীন ইয়াতীম অবস্থায় মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিব ও পরে চাচা আবু তালিবের নিকট লালিত-পালিত হন। তিনি ৪০ বছর বয়সে নবী হন। অতঃপর মক্কায় ১৩ বছর ও মদীনায় ১০ বছর অতিবাহিত করেন। তাঁর নবুঅতকাল ছিল মোট ২৩ বছর।

তিনি মানুষকে আল্লাহ্র বিধান মেনে চলতে বলেন। কিন্তু লোকেরা বাপ-দাদার প্রথা মেনে চলতে চায়। ফলে সমাজনেতাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি মদীনায় হিজরত করেন। সেখানে কাফের-মুনাফিক ও ইহূদীরা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে। কয়েকবার যুদ্ধও করে। তবুও তিনি ভীত হননি। তিনি ইসলামের দাওয়াত অব্যাহত রাখেন। অতঃপর ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের দিন আরাফাতের ময়দানে আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে ইসলাম পূর্ণতা লাভ করে।

বিদায় হজ্জের ৮১ দিন পর ১১ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে তিনি মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) মুহাম্মাদ (ছাঃ) কোথায়, কবে ও কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন?

(খ) মুহাম্মাদ (ছাঃ) কবে, কোথায় ও কত বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন?

(গ) মুহাম্মাদ (ছাঃ) কতবছর বয়সে নবুঅতপ্রাপ্ত হন?

(ঘ) কারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল?

(ঙ) কত হিজরীতে ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করে?

২. সঠিক উত্তরটি বাছাই কর :

(১) মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নবুঅতকাল ছিল?

(ক) ২০ বছর। (খ) ২১ বছর। (গ) ২৩ বছর।

(২) তিনি মক্কায় ছিলেন-

(ক) ১০ বছর। (খ) ১৩ বছর। (গ) ২৩ বছর।

(৩) তিনি হিজরত করেন-

(ক) মক্কায়। (খ) মদীনায়। (খ) হাবাশায়।

৩. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনী সম্পর্কে যা জান বর্ণনা কর।

(খ) মুহাম্মাদ (ছাঃ) কিসের দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন এবং কিভাবে তাঁর দাওয়াত বিজয় লাভ করেছিল?

সপ্তম পাঠ

আসমানী কিতাব সমূহ (الكتب السماوية)

মানবজাতিকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তাঁর প্রেরিত নবী ও রাসূলগণের নিকট যে সকল কিতাব নাযিল করেছেন, সেগুলোকে আসমানী কিতাব বলা হয়। এ সকল আসমানী কিতাবের উপর বিশ্বাস রাখা সকল মুসলমানের উপর ফরয।

আসমানী কিতাব মোট ১০৪টি। তবে প্রধান আসমানী কিতাব চারটি। এগুলো চারজন প্রসিদ্ধ রাসূলের প্রতি নাযিল হয়েছে।

১. **তওরাত :** মূসা (আঃ)-এর প্রতি নাযিল হয়।

২. **যাবূর :** দাঊদ (আঃ)-এর প্রতি নাযিল হয়।

৩. **ইঞ্জীল :** ঈসা (আঃ)-এর প্রতি নাযিল হয়।

৪. **আল-কুরআন :** মুহাম্মাদ (ছল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি নাযিল হয়।

এর মধ্যে প্রথম তিনটি কিতাব বিকৃত হয়ে গেছে। কিন্তু 'কুরআন' ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকবে। কারণ আল্লাহ নিজেই এর হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন *(হিজর ১৫/৯)*।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) আসমানী কিতাব কয়টি?

(খ) প্রসিদ্ধ আসমানী কিতাব কয়টি?

(গ) তাওরাত কার উপর নাযিল হয়?

(ঘ) ঈসা (আঃ)-এর উপর কোন কিতাব নাযিল হয়?

(ঙ) আল-কুরআন কার উপর নাযিল হয়?

২. সঠিক উত্তরটি বাছাই কর :

(১) প্রসিদ্ধ আসমানী কিতাব কয়টি?

(ক) ৪টি। (খ) ১০৪টি। (ঘ) অগণিত।

(২) দাউদ (আঃ)-এর উপর কোন কিতাব নাযিল হয়?

(ক) তাওরাত। (খ) ইঞ্জীল। (গ) যাবূর।

(৩) কুরআন হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন কে?

(ক) মুহাম্মাদ (ছাঃ)। (খ) মানুষ। (খ) আল্লাহ।

৩. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) আসমানী কিতাব বলতে কি বুঝ?

(খ) প্রসিদ্ধ আসমানী কিতাব কয়টি ও কি কি? এগুলো কোন কোন নবীর প্রতি নাযিল হয়েছিল?

(গ) কোন তিনটি কিতাব বিকৃত হয়ে গেছে?

(ঘ) কুরআন কেন ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকবে?

অষ্টম পাঠ

ফেরেশতাগণ (الملائكة)

ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র বিশেষ সৃষ্টি। তারা নূরের তৈরী। তাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই। তারা সর্বদা আল্লাহ্‌র হুকুমে আসমান ও যমীনে বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। এঁদের সংখ্যা অগণিত। এঁদের মধ্যে চারজন শ্রেষ্ঠ :

(১) জিব্রীল : যিনি ফেরেশতাদের সরদার। তিনি নবীগণের নিকট আল্লাহ্‌র বাণী বহন করে নিয়ে আসেন ও অন্যান্য বড় বড় কাজ করেন।

(২) মীকাঈল : যিনি বৃষ্টি বহন করেন।

(৩) ইস্রাফীল : যিনি ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র হুকুমে শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন।

(৪) মালাকুল মঊত : যিনি 'আযরাঈল' নামে পরিচিত। ইনি সৃষ্টি জগতের জান কবয করার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) ফেরেশতারা কিসের তৈরী?

(খ) ফেরেশতাদের কাজ কি?

(গ) ফেরেশতাদের সংখ্যা কত?

(ঘ) জিব্রীল কে?

(ঙ) আযরাঈল কে?

২. সঠিক উত্তরটি বাছাই কর :

(১) ফেরেশতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কয়জন?

(ক) ৪ জন। (খ) ১ জন। (ঘ) অগণিত।

(২) বৃষ্টি বহন করেন কোন ফেরেশতার?

(ক) ইস্রাফীল। (খ) মীকাঈল। (গ) আযরাঈল।

(৩) জান কবযের দায়িত্ব কোন ফেরেশতার?

(ক) জিব্রীল। (খ) আযরাঈল। (খ) ইস্রাফীল।

৩. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) ফেরেশতা কারা? তাঁদের পরিচয় দাও।

(খ) চারজন শ্রেষ্ঠ ফেরেশতার নাম কি? তাঁদের দায়িত্ব কি?

নবম পাঠ

আখেরাত (الآخرة)

আখেরাত হ'ল মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবন। প্রতিটি মানুষকে মৃত্যুর পর আবার জীবন দেয়া হবে এবং ক্বিয়ামত তথা বিচার দিবসে তার হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা হবে।

অতঃপর দুনিয়াতে যারা ভাল কাজ করবে তারা জান্নাতে যাবে। যেই জান্নাত হ'ল চির সুখের স্থান। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মন্দ কাজ করেছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা অমান্য করেছে, সে জাহান্নামে যাবে। জাহান্নামের শাস্তি অতি ভয়ংকর। জান্নাত হ'ল শান্তির বাগিচা আর জাহান্নাম হ'ল শাস্তির অগ্নিকুণ্ড।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) আখেরাত কি?

(খ) প্রতিটি মানুষ কি মৃত্যুর পর আবার জীবিত হবে?

(গ) কিয়ামত দিবস কি?

(ঘ) জান্নাত কি?

(ঙ) জাহান্নাম কি?

২. সঠিক উত্তরটি বাছাই কর :

(১) দুনিয়াতে যারা ভাল কাজ করবে তারা কোথায় যাবে?

(ক) জান্নাতে। (খ) জাহান্নামে। (ঘ) কোথাও না।

(২) দুনিয়াতে যারা মন্দ কাজ করে তারা কোথায় যাবে?

(ক) জাহান্নামে। (খ) জান্নাতে। (গ) জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থলে।

(৩) জাহান্নামের শাস্তি কেমন?

(ক) ভয়ংকর। (খ) অল্প। (খ) সাধারণ।

৩. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) ক্বিয়ামত দিবসে কি গ্রহণ করা হবে?

(খ) কারা জান্নাতে যাবে?

(গ) কারা জাহান্নামে যাবে?

Contents

দশম পাঠ

তাক্বদীর (التقدير)

তাক্বদীর হ'ল ভাগ্য। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টির পূর্বেই তার ভাগ্য লিখে রেখেছেন। সবকিছু তাঁরই ইচ্ছায় হয়। যা কিছু ঘটে আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই ঘটে।

তাক্বদীর ভালও হ'তে পারে, মন্দও হ'তে পারে। যদি ভাল হয় তবে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করতে হবে। আর যদি মন্দ হয় তবে ধৈর্যধারণ করতে হবে। আর আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাইতে হবে। তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখা ফরয।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) তাক্বদীর কি?

(খ) সবকিছু কার ইচ্ছায় হয়?

(গ) সবকিছু কার পক্ষ থেকে ঘটে?

(ঘ) তাক্বদীর কি ভাল হ'তে পারে?

(ঙ) তাক্বদীর কি মন্দ হ'তে পারে?

২. সঠিক উত্তরটি বাছাই কর :

(১) সবকিছু কার ইচ্ছায় হয়?

(ক) মানুষের। (খ) আল্লাহ্র। (ঘ) পিতা-মাতার।

(২) তাক্বদীর কেমন হ'তে পারে?

Contents

(ক) ভাল। (খ) মন্দ। (গ) ভাল-মন্দ উভয়ই।

(৩) তাক্বদীরের উপর বিশ্বাস রাখা কি?

(ক) ফরয। (খ) অপ্রয়োজনীয়। (খ) ফরয নয়।

৩. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) তাক্বদীর বলতে কি বুঝ?

(খ) তাক্বদীর যদি ভাল হয় তবে কি করতে হবে?

(গ) তাক্বদীর যদি মন্দ হয় তবে কি করতে হবে?

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পাঠ

আযান

‘আযান’ অর্থ : ঘোষণা, ডাকা, আহ্বান করা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থ শরী‘আত নির্ধারিত আরবী বাক্য সমূহের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ে উচ্চকণ্ঠে ছালাতে আহ্বান করাকে ‘আযান’ বলা হয়। ১ম হিজরী সনে আযানের প্রচলন শুরু হয়। আযানের কালেমাসমূহ মোট ৭টি।

আযানের কালেমা সমূহ :

১. اللهُ أَكْبَرُ *‘আল্লা-হু আকবার’* (আল্লাহ সবার চেয়ে বড়)....৪ বার।

২. أَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ *‘আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ’* (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই) ..২ বার।

৩. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ *‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ’* (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল)....২ বার।

৪. حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ *‘হাইয়া ‘আলাছ ছালা-হ’* (ছালাতের জন্য এসো).....২ বার।

৫. حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ *‘হাইয়া ‘আলাল ফালা-হ’* (কল্যাণের জন্য এসো)...২ বার।

৬. اللهُ أَكْبَرُ *‘আল্লা-হু আকবার’* (আল্লাহ সবার চেয়ে বড়) ...২ বার।

৭. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ *‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ’* (আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই)...১ বার।

ফজরের আযানের সময় *‘হাইয়া ‘আলাল ফালা-হ’* -এর পরে اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ *‘আছছালা-তু খায়রুম মিনান নাঊম’* (নিদ্রা হ’তে ছালাত উত্তম)...২ বার বলবে।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) ‘আযান’ শব্দের অর্থ কি?

(খ) কখন আযান প্রচলন হয়?

(গ) আযানের কালেমাসমূহ কয়টি?

(ঘ) ফজরের আযানের সময় ‘হাইয়া ‘আলাল ফালা-হ’ -এর পরে কি বলতে হয়?

(ঙ) اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ *(আছছালা-তু খায়রুম মিনান নাঊম)* অর্থ কি?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ) অর্থ কি?

(খ) আযান কাকে বলে?

(গ) حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ (হাইয়া ‘আলাল ফালা-হ) অর্থ কি?

৩. মুখস্থ বল :

(ক) আযান মুখস্থ বল।

[বি. দ্র. : শিক্ষক শ্রেণী কক্ষে ছাত্রদেরকে আযান দেওয়ার পদ্ধতি শেখাবেন এবং সুন্দর কণ্ঠের অধিকারী ২/৩ জনকে আযান দিতে বলবেন]

দ্বিতীয় পাঠ

এক্বামত

এক্বামত অর্থ দাঁড় করানো। উপস্থিত মুছল্লীদেরকে ছালাতে দাঁড়িয়ে যাওয়ার জন্য 'এক্বামত' দিতে হয়। জামা'আতে হউক বা একাকী হউক সর্বাবস্থায় ফরয ছালাতে আযান ও এক্বামত দেওয়া সুন্নাত।

ইক্বামতের কালেমা ১১টি। যথা- **১.** *আল্লা-হু আকবার* (২ বার) **২.** *আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ* (১ বার), **৩.** *আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লা-হ* (১ বার), **৪.** *হাইয়া 'আলাছ ছালা-হ,* (১ বার) **৫.** *হাইয়া 'আলাল ফালা-হ* (১ বার), **৬.** *ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালা-হ* (২ বার), **৭.** *আল্লা-হু আকবার* (২ বার), **৮.** *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ* (১ বার)।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) 'এক্বামত' অর্থ শব্দের অর্থ কি?

(খ) কোন ছালাতে এক্বামত দিতে হয়?

(গ) আযান ও এক্বামত দেওয়া কি?

(ঘ) এক্বামতের কালেমা কয়টি?

২. সঠিক উত্তরটি বাছাই কর :

১. এক্বামত দেয়া- (ক) ফরয। (খ) সুন্নাত। (গ) নফল।

২. এক্বামত দিতে হয়- (ক) ফরয ছালাতে। (খ) সুন্নাত ছালাতে। (গ) নফল ছালাতে।

৩. মুখস্থ বল :

(ক) ইক্বামত মুখস্থ বল।

[বি. দ্র. : শিক্ষক শ্রেণী কক্ষে ছাত্রদেরকে ইক্বামত বলার পদ্ধতি শেখাবেন এবং ২/৩ জনকে দাঁড়িয়ে এক্বামত দিতে বলবেন]

Contents

তৃতীয় পাঠ

ছালাতের গুরুত্ব

কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করার পরেই ইসলামে ছালাতের স্থান। ছালাত ইসলামের প্রধান স্তম্ভ। ছালাত ব্যতীত ইসলাম টিকে থাকতে পারে না। সাত বছর বয়স থেকেই ছালাত আদায়ের অভ্যাস করতে হয়।

ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার হিসাব নেওয়া হবে ছালাতের। ছালাতের হিসাব সঠিক হ'লে তার সমস্ত আমল সঠিক হবে। আর ছালাতের হিসাব বেঠিক হ'লে তার সমস্ত আমল বরবাদ হবে।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) ছালাত ইসলামের কোন স্তম্ভ?

(খ) কত বছর বয়স থেকে ছালাতের অভ্যাস গড়ে তুলতে হয়?

(গ) ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার কিসের হিসাব নেওয়া হবে?

(ঘ) কিসের হিসাব ভুল হলে সমস্ত আমল বরবাদ হবে?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) ছালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে যা জান বর্ণনা কর।

চতুর্থ পাঠ

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের নাম ও রাক‘আত সংখ্যা

ছোট্ট বন্ধুরা! তোমরা জেনেছ যে, ছালাত ইসলামের প্রথম স্তম্ভ। এবার চল, আমরা ছালাতের রাক‘আত সংখ্যা জেনে নেই।

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতে দিনে-রাতে মোট **১৭** রাক‘আত ও জুম‘আর দিনে **১৫** রাক‘আত ফরয এবং **১২** অথবা **১০** রাক‘আত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। যেমন-

(১) ফজর : ২ রাক‘আত সুন্নাত, অতঃপর ২ রাক‘আত ফরয।

(২) যোহর : ৪ অথবা ২ রাক‘আত সুন্নাত, ৪ রাক‘আত ফরয। অতঃপর ২ রাক‘আত সুন্নাত।

(৩) আছর : ৪ রাক‘আত ফরয।

(৪) মাগরিব : ৩ রাক‘আত ফরয। অতঃপর ২ রাক‘আত সুন্নাত।

(৫) এশা : ৪ রাক‘আত ফরয। অতঃপর ২ রাক‘আত সুন্নাত এবং শেষে এক রাক‘আত বিতর।

জুম‘আর ছালাত ২ রাক‘আত ফরয। তার পূর্বে মসজিদে প্রবেশের পর বসার পূর্বে কমপক্ষে ২ রাক‘আত ‘তাহিইয়াতুল মাসজিদ’ এবং জুম‘আ শেষে ৪ অথবা ২ রাক‘আত সুন্নাত।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) ফরয ছালাত কত ওয়াক্ত?

(খ) দিনে-রাতে মোট কত রাক‘আত ফরয ছালাত?

(গ) দিনে-রাতে মোট কত রাক‘আত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ?

(ঘ) জুম‘আর ফরয ছালাত কত রাক‘আত?

(ঙ) মসজিদে প্রবেশের পর বসার পূর্বে কমপক্ষে কত রাক‘আত ছালাত পড়তে হয়?

২. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও :

(১) পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের নাম ও রাক‘আত সংখ্যা বল।

(২) যোহরের ছালাত কত রাক‘আত এবং কিভাবে পড়তে হয়?

(৩) এশার ছালাত কত রাক‘আত এবং কিভাবে পড়তে হয়?

৩. সঠিক উত্তরটি বাছাই কর :

(১) পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতে দিনে-রাতে মোট কত রাক‘আত?

(ক) ১৭ রাক‘আত।(খ) ১৫ রাক‘আত।(গ) ১২ রাক‘আত।

(২) আছরের ফরয ছালাত কত রাক‘আত?

(ক) ৫ রাক‘আত।(খ) ৩ রাক‘আত। (গ) ৪ রাক‘আত।

(৩) বিতর সর্বনিম্ন কত রাক‘আত?

(ক) ১ রাক‘আত।(খ) ৩ রাক‘আত। (গ) ৫ রাক‘আত।

পঞ্চম পাঠ

ছালাত আদায়ের পদ্ধতি

(১) দণ্ডায়মান হওয়া : ওযূ করার পর ছালাতের নিয়ত করে ক্বিবলামুখী দাঁড়িয়ে 'আল্লা-হু আকবর' বলে দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠিয়ে তাকবীরে তাহরীমা শেষে বুকে বাঁধবে। এ সময় বাম হাতের উপরে ডান হাত কনুই বরাবর রাখবে অথবা বাম কব্জির উপরে ডান কব্জি রেখে বুকের উপরে হাত বাঁধবে। অতঃপর সিজদার স্থানে দৃষ্টি রেখে 'ছানা' বা দো'আয়ে ইস্তেফতাহ পাঠের মাধ্যমে ছালাত শুরু করবে।

(২) সূরা ফাতিহা পড়া : 'ছানা' পড়ে *আ'ঊযুবিল্লাহ* ও *বিসমিল্লাহ* সহ সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করবে এবং অন্যান্য রাক'আতে কেবল *বিসমিল্লাহ* বলবে। জেহরী ছালাত (যে ছালাতে ক্বিরাআত জোরে পাঠ করা হয়) হ'লে সূরায়ে ফাতিহা শেষে সশব্দে 'আমীন' বলবে।

(৩) ক্বিরা'আত করা : সূরায়ে ফাতিহা পাঠ শেষে ইমাম কিংবা একাকী মুছল্লী হ'লে প্রথম দু'রাক'আতে কুরআনের অন্য কোন সূরা বা কিছু আয়াত তেলাওয়াত করবে। কিন্তু মুক্তাদী হ'লে জেহরী ছালাতে ইমামের পিছে পিছে চুপে চুপে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়বে ও ইমামের ক্বিরাআত মনোযোগ দিয়ে শুনবে। তবে যোহর ও আছরের ছালাতে ইমাম মুক্তাদী সকলে প্রথম দু'রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা সহ অন্য সূরা পড়বে এবং শেষের দু'রাক'আতে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করবে।

(৪) রুকু করা : ক্বিরাআত শেষে 'আল্লা-হু আকবর' বলে দু'হাত কাঁধ অথবা কান পর্যন্ত উঠিয়ে 'রাফ'উল ইয়াদায়েন' করে রুকূতে যাবে। এ সময় হাঁটুর উপরে দু'হাতে ভর দিয়ে পা, হাত, পিঠ ও মাথা সোজা রাখবে এবং রুকূর দো'আ পড়বে।

অতঃপর রুকূ থেকে উঠে সোজা ও সুস্থিরভাবে দাঁড়াবে। এ সময় দু'হাত ক্বিবলামুখী খাড়া রেখে কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে এবং ইমাম ও মুক্তাদী সকলে বলবে '*সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ*' (আল্লাহ তার কথা শোনেন, যে তার প্রশংসা করে)। অতঃপর 'ক্বওমা'র দো'আ একবার পড়বে।

(৫) সিজদা করা : ক্বওমার দো‘আ পাঠ শেষে *‘আল্লা-হু আকবর’* বলে প্রথমে দু’হাত ও পরে দু’হাঁটু মাটিতে রেখে সিজদায় যাবে ও বেশী বেশী দো‘আ পড়বে। এ সময় দু’হাত ক্বিবলামুখী করে মাথার দু’পাশে কাঁধ বা কান বরাবর মাটিতে স্বাভাবিকভাবে রাখবে। সিজদা লম্বা হবে ও পিঠ সোজা থাকবে। যেন নীচ দিয়ে একটি বকরীর বাচ্চা যাওয়ার মত ফাঁকা থাকে।

সিজদা থেকে উঠে বাম পায়ের পাতার উপরে বসবে ও ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখবে। এ সময় স্থিরভাবে বসে দু’সিজদার মাঝের দো‘আ পড়বে। অতঃপর *‘আল্লা-হু আকবার’* বলে দ্বিতীয় সিজদায় যাবে ও দো‘আ পড়বে। ২য় ও ৪র্থ রাক‘আতে দাঁড়াবার সময় সিজদা থেকে উঠে সামান্য সময়ের জন্য স্থির হয়ে বসবে। অতঃপর মাটিতে দু’হাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে।

(৭) শেষ বৈঠক করা : ২য় রাক‘আত শেষে বৈঠকে বসবে। যদি ১ম বৈঠক হয়, তবে কেবল ‘আত্তাহিইয়া-তু’ পড়ে ৩য় রাক‘আতের জন্য উঠে যাবে। আর যদি শেষ বৈঠক হয়, তবে ‘আত্তাহিইয়া-তু’ পড়ার পরে দরূদ ও কুরআন-হাদীছে বর্ণিত দো‘আ সমূহ পড়বে। ১ম বৈঠকে বাম পায়ের পাতার উপরে বসবে এবং শেষ বৈঠকে ডান পায়ের তলা দিয়ে বাম পায়ের অগ্রভাগ বের করে বাম নিতম্বের উপরে বসবে ও ডান পা খাড়া রাখবে। এসময় ডান পায়ের আঙ্গুলগুলি ক্বিবলামুখী করবে। বৈঠকের সময় বাম হাতের আঙ্গুলগুলি বাম হাঁটুর প্রান্ত বরাবর ক্বিবলামুখী ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে এবং ডান হাত ৫৩-এর ন্যায় মুষ্টিবদ্ধ রেখে সালাম ফিরানোর আগ পর্যন্ত শাহাদত অঙ্গুলি নাড়িয়ে ইশারা করতে থাকবে।

(৮) সালাম ফিরানো : দো‘আয়ে মাছূরাহ শেষে প্রথমে ডাইনে ও পরে বামে *‘আসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ’* (আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে আপনার উপর শান্তি ও অনুগ্রহ বর্ষিত হৌক!) বলে সালাম ফিরাবে।

ছালাতের শর্তসমূহ :

(১) মুসলিম হওয়া। (২) জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া। (৩) বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। (৪) দেহ, কাপড় ও ছালাতের স্থান পাক হওয়া। (৫) সতর ঢাকা। (৬) ওয়াক্ত হওয়া। (৭) ওযূ, গোসল বা তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা। (৮) ক্বিবলামুখী হওয়া। (৯) ছালাতের নিয়ত বা সংকল্প করা।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) ছালাতের শুরুতে কাঁধ বরাবর হাত উঠিয়ে কোথায় বাঁধবে?

(খ) বুকে হাত বাঁধার সময় কোন হাত উপরে থাকবে?

(গ) ছালাতে দাঁড়িয়ে কোন স্থানে দৃষ্টি রাখতে হয়?

(ঘ) যোহর ও আছরের ছালাতে ইমাম মুক্তাদী সকলে প্রথম দু'রাক'আতে কয়টি সূরা পড়বে?

(ঙ) রুকূ থেকে উঠার সময় ইমাম মুক্তাদী কি বলবে?

২. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) ছালাত আদায়ের নিয়মসমূহ বল।

(খ) রুকূতে যাওয়া ও ওঠার নিয়ম বল।

(গ) সিজদা কিভাবে দিতে হয়?

(ঘ) ছালাতের শর্তসমূহ কয়টি ও কি কি?

৩. সঠিক উত্তরটি বাছাই কর :

(১) ছালাতের শুরুতে কাঁধ বরাবর হাত উঠিয়ে কোথায় বাঁধবে?

(ক) নাভীর নীচে। (খ) বুকের উপরে।(গ) পেটের উপরে।

(২) সূরা ফাতিহার শেষে কিভাবে 'আমীন' বলবে?

(ক) সশব্দে। (খ) মনে মনে। (গ) কিছুই বলবে না।

(৩) সিজদাতে যাওয়ার সময় প্রথমে-

(ক) দু'হাত ও পরে দু'হাঁটু মাটিতে রাখবে।

(খ) দু'হাঁটু ও পরে দু'হাত মাটিতে রাখবে।

(গ) সুবিধামত হাত বা পা রাখবে।

[বি. দ্র. : শিক্ষক শ্রেণী কক্ষে ছাত্রদেরকে দাঁড় করে ছালাত আদায়ের পদ্ধতি শেখাবেন]

৬ষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম পাঠ

সালাম বিনিময়ের আদব

১. প্রথমে সালাম দেওয়া ও *‘আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ’* বলা।

২. সালামের জবাবে *‘ওয়া আলাইকুমুস সালা-মু ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহূ’* বলা।

৩. পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলিমকে সালাম দেওয়া।

৪. ছোটরা বড়দেরকে, কম সংখ্যক লোক বেশী সংখ্যক লোককে, আরোহী ব্যক্তি পায়ে হাঁটা ব্যক্তিকে এবং পায়ে হাঁটা ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া।

৫. অন্যের মাধ্যমে প্রাপ্ত সালামের জবাবে *‘আলাইকা ওয়া আলাইহিস সালাম’* বলা।

৬. ডান হাতে মুছাফাহা করা।

৭. কোন আড়াল পেরিয়ে দেখা হ’লে পুনরায় সালাম দেওয়া।

৮. সালাম দেওয়ার সময় হাত উঠিয়ে সালাম না দেওয়া এবং দু’হাত দ্বারা মুছাফাহা না করা ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) কোন হাতে মুছাফাহা করতে হয়?

(খ) কারো সাথে কোন আড়াল পেরিয়ে পুনরায় দেখা হ'লে কি করতে হয়?

(গ) হাত উঠিয়ে সালাম দেওয়া যাবে কি?

(ঘ) অমুসলিমদের সালামের জবাবে কি বলতে হয়?

(ঙ) সালাম দেওয়ার সময় হাত উঠানো বা মাথা নীচু করা যাবে কি?

২. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) সালাম বিনিময়ের আদব কি?

(খ) অন্যের মাধ্যমে প্রাপ্ত সালামের জবাব কিভাবে দিতে হয়?

(গ) কে কাকে সালাম প্রদান করবে?

৩. সঠিক উত্তরটি বাছাই কর :

(১) সালাম দেওয়ার সময় কয় হাতে মুছাফাহা করতে হয়?

(ক) এক হাতে। (খ) দুই হাতে।

(গ) সুবিধামত এক বা দুই হাতে।

(২) সালাম কাকে দিতে হবে?

(ক) পরিচিতকে। (খ) অপরিচিতকে।

(ক) পরিচিত-অপরিচিত সকলকে।

[বি. দ্র. : শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে দু'জন ছাত্রকে দাঁড় করে সালাম বিনিময়ের পদ্ধতি শেখাবেন]

দ্বিতীয় পাঠ

রাস্তায় চলাফেরার আদব

১. রাস্তার ডান দিক দিয়ে চলা।

২. পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম দেয়া এবং সালামের উত্তর দেয়া।

৩. দৃষ্টি নীচু রাখা।

৪. কাউকে কষ্ট না দেয়া এবং খারাপ কথা না বলা।

৫. ভাল কাজের আদেশ দেয়া ও খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা।

৬. পথহারা ব্যক্তিকে পথ দেখিয়ে দেয়া।

৭. বোঝা বহনকারী ও মাযলূম ব্যক্তিকে সাহায্য করা।

৮. রাস্তায় ইট-পাথর বা কোন কষ্টদায়ক বস্তু দেখলে সরিয়ে ফেলা।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) রাস্তার কোন দিক দিয়ে চলতে হয়?

(খ) রাস্তায় চলার সময় দৃষ্টি কিভাবে থাকবে?

(গ) রাস্তায় চলার সময় কাউকে কষ্ট দেওয়া যাবে কি?

(ঘ) পথহারা ব্যক্তিকে কিভাবে সাহায্য করতে হবে?

(ঙ) মাযলূম কাকে বলে?

২. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) রাস্তায় চলাফেরার আদব কি?

(খ) রাস্তায় চলাফেরার ৩টি আদব বল।

৩. সঠিক উত্তরটি বাছাই কর :

(১) রাস্তার কোন দিক দিয়ে চলতে হয়?

(ক) ডান দিক দিয়ে। (খ) বাম দিক দিয়ে।

(গ) মাঝখান দিয়ে।

(২) দৃষ্টি কিভাবে রাখতে হবে?

(ক) উঁচু রাখতে হবে। (খ) নীচু রাখতে হবে।

(গ) সামনের দিকে রাখতে হবে।

তৃতীয় পাঠ

যানবাহনে আরোহণের আদব

১. 'বিসমিল্লাহ' বলে বাহনের উপর ডান পা রাখা।

২. যানবাহনে উঠার সময় 'আল্লাহু আকবার' ও সীটে বসে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা।

৩. উপরে উঠার সময় 'আল্লাহু আকবার' ও নীচে নামার সময় 'সুবহানাল্লাহ' বলা।

৪. যানবাহনে নারী, শিশু বা কোন দূর্বল ব্যক্তি আরোহন করলে তাকে আগে বসার সুযোগ দেয়া।

৫. যানবাহন চলা শুরু করলে সফরের দো'আ পাঠ করা এবং গন্তব্যস্থলে পৌঁছে *'আ'উযু বিকালিমাতিল্লা-হিত তাম্মা-তি মিন শার্রি মা খালাক্ব'* দো'আ পড়া।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) উপরে উঠার সময় কি বলতে হয়?

(খ) নীচে নামার সময় কি বলতে হয়?

(গ) যানবাহনে বসে কি বলতে হয়?

(ঘ) যানবাহন চলা শুরু করলে কোন দো'আ পড়তে হয়?

২. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) যানবাহনে আরোহণের আদব বল।

(খ) যানবাহন গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর কি দো‘আ বলতে হয়?

৩. সঠিক উত্তরটি বাছাই কর :

(১) ‘বিসমিল্লাহ’ বলে যানবাহনের উপর প্রথমে কোন পা রাখতে হয়?

(ক) ডান পা। (খ) বাম পা।

(২) উপরে উঠার সময় কি বলতে হয়?

(ক) ‘আল্লাহু আকবার’। (খ) সুবহানাল্লাহ।

(৩) নীচে নামার সময় কি বলতে হয়?

(ক) সুবহানাল্লাহ। (খ) আল্লাহু আকবার।

চতুর্থ পাঠ

মসজিদের আদব

১. মসজিদে প্রবেশের সময় ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা ও দো‘আ পাঠ করা।

২. মসজিদে প্রবেশ করে সরাসরি না বসে দু’রাক‘আত ‘তাহিইয়াতুল মাসজিদ’ নফল ছালাত আদায় করা।

৩. মসজিদে বিনা কারণে কোন প্রকার কথা না বলা বা শোরগোল না করা।

৪. মসজিদে বসে থাকা অবস্থায় নীরবে তাসবীহ-তাহলীল করা।

৫. বের হওয়ার সময় দো‘আ পড়া ও বাম পা দিয়ে বের হওয়া।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) মসজিদে প্রবেশকালে কোন পা আগে দিতে হবে?

(খ) মসজিদে প্রবেশ করে সরাসরি বসা যাবে কি?

(গ) মসজিদে বিনা কারণে কথা বলা যাবে কি?

(ঘ) মসজিদ থেকে কোন পা দিয়ে বের হ’তে হয়?

২. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) মসজিদের ৩টি আদব লিখ?

৩. সঠিক উত্তরটি বাছাই কর :

(১) মসজিদে কোন পা দিয়ে প্রবেশ করতে হয়?

(ক) ডান পা। (খ) বাম পা।

(২) মসজিদ থেকে কোন পা দিয়ে বের হবে?

(ক) বাম পা। (খ) ডান পা।
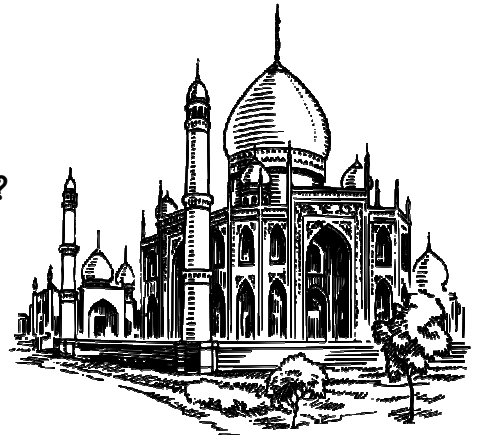
পঞ্চম পাঠ

ঘুমানোর আদব

১. শোয়ার সময় দো‘আ পড়া।

২. ডান কাতে শুয়ে ঘুমানোর দো‘আ, আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাছ, সুরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পাঠ করা।

৩. এক পায়ের উপর অপর পা রেখে, চিৎ হয়ে কিংবা উপুড় হয়ে না শোয়া।

৪. দশ বছর বয়সের বালক-বালিকাদের পৃথক পৃথক বিছানায় ঘুমানো।

৫. শোয়ার পূর্বে আলো বা বাতি নিভিয়ে ফেলা।

৬. দুঃস্বপ্ন দেখলে তিন বার أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (আ‘ঊযু বিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বা-নির রজীম) পাঠ করা ও বাম দিকে ৩ বার থুক মারা ও পার্শ্ব পরিবর্তন করা।

৭. ঘুম থেকে ওঠার দো‘আ পড়ে শয্যা ত্যাগ করা।

৮. ভোরে আযানের সময় ঘুম থেকে ওঠা এবং অলসতা না করা।

অনুশীলনী

১. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) ঘুমানোর আদবগুলি কি কি?

(খ) শোয়ার সময় ডান কাতে শুয়ে কোন কোন দো‘আ পড়তে হয়?

(গ) কিভাবে শোয়া নিষেধ?

(ঘ) দুঃস্বপ্ন দেখলে কোন্ দো‘আ বলতে হয়?

(ঙ) ঘুম থেকে উঠে কি করতে হবে?

২. সঠিক উত্তরটি বাছাই কর :

(১) দশ বছর বয়সের বালক-বালিকার কার সাথে ঘুমাবে?

(ক) পৃথক পৃথক বিছানায়। (খ) পিতা-মাতার সাথে।

(গ) পৃথক পৃথক ঘরে।

(২) শোয়ার পূর্বে কি করতে হবে?

(ক) ঘরে আলো জ্বালিয়ে রাখতে হবে। (খ) আলো নিভাতে হবে।

(গ) বেশী আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ষষ্ঠ পাঠ

পেশাব-পায়খানার আদব

১. টয়লেটে প্রবেশকালে দো'আ পড়ে বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা।

২. বসে পেশাব-পায়খানা করা।

৩. বাম হাত দিয়ে শৌচকার্য বা পানি ব্যবহার করা। পানি না পেলে কুলুপ (ঢিলা, টিস্যু প্রভৃতি) ব্যবহার করা।

৪. সতর্কতার সাথে পেশাব করা, যাতে দেহে পেশাবের ছিটা না লাগে।

৫. পেশাব-পায়খানার পর সাবান দিয়ে ভালভাবে হাত ধৌত করা।

৬. টয়লেট থেকে বের হওয়ার সময় ডান পা আগে দেওয়া ও দো'আ পড়া।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) পেশাব-পায়খানার পর কি করতে হবে?

(খ) ডান হাত দিয়ে শৌচ কাজ করা যাবে কি?

২. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) পেশাব-পায়খানার ৩টি আদব বল।

৩. সঠিক উত্তরটি বাছাই কর :

(১) টয়লেটে কোন পা দিয়ে প্রবেশ করতে হয়?

(ক) ডান পা। (খ) বাম পা।

(২) টয়লেট থেকে কোন পা দিয়ে বের হবে?

(ক) বাম পা। (খ) ডান পা।

(৩) কিভাবে পেশাব করতে হয়?

(ক) বসে। (খ) দাঁড়িয়ে।

সপ্তম পাঠ

চুল-নখ সম্পর্কিত আদব

১. নিয়মিত চুল পরিষ্কার করা ও তেল ব্যবহার করা (সপ্তাহে অন্তত ২ বার)

২. মাথার ডান দিক থেকে চুল আঁচড়ানো ও মাঝখান দিয়ে সিঁথি কাটা।

৩. মেয়েদের চুল বড় রাখা ও ছেলেদের চুল ছোট রাখা।

৪. চল্লিশ দিনের মধ্যে অন্তত একবার চুল কাটা।

৫. প্রতি সপ্তাহে একবার নিয়মিতভাবে নখ কাটা।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) মাথার কোন দিক থেকে চুল আঁচড়াতে হয়?

(খ) মাথার সিঁথি কিভাবে কাটতে হয়?

২. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) চুল সম্পর্কিত আদব কি কি?

(খ) নখ সম্পর্কিত আদব কি কি?

৩. সঠিক উত্তরটি বাছাই কর :

(১) মেয়েরা চুল রাখবে- (ক) বড়। (খ) ছোট।

(২) ছেলেরা চুল রাখবে- (ক) ছোট। (খ) বড়।

অষ্টম পাঠ

গৃহে প্রবেশের আদব

নিজ বাড়ী :

১. গৃহে বা ঘরে প্রবেশকালে সালাম দেওয়া ও দো‘আ পাঠ করা।

২. ঘরে প্রবেশের সময় অনুমতি নেওয়া।

৩. বিদায়কালে সালাম দেওয়া ও দো‘আ পাঠ করা।

অন্যের বাড়ী :

১. দরজার বাইরে থেকে সর্বোচ্চ তিনবার সরবে সালাম দেওয়া ও প্রবেশের জন্য অনুমতি চাওয়া।

২. গৃহবাসীর অবগতি ও অনুমতি পাওয়ার সুবিধার্থে নিজের নাম বলা।

৩. অনুমতি না পেলে ফিরে আসা।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) বাড়ীতে বা ঘরে প্রবেশকালে কি করতে হবে?

(খ) বিদায়কালে কি করতে হবে?

(গ) অন্যের বাড়ীতে প্রবেশের জন্য বাইরে থেকে সর্বোচ্চ কতবার সালাম প্রদান করতে হবে?

২. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) নিজ বাড়ীতে প্রবেশের নিয়ম কি?

(খ) অন্যের বাড়ীতে প্রবেশের নিয়ম কি?

৩. সঠিক উত্তরটি বাছাই কর :

১. গৃহবাসীর অনুমতি না পেলে কি করবে?

(ক) প্রবেশ করবে। (খ) ফিরে আসবে। (গ) অপেক্ষা করবে।

২. অনুমতি নিতে সর্বোচ্চ কতবার সালাম দিবে?

(ক) এক বার। (খ) দুই বার। (গ) তিন বার।

নবম পাঠ

শ্রেণীকক্ষে পালনীয় আদব

১. শ্রেণীকক্ষে প্রবেশের সময় সহপাঠীদের উদ্দেশ্যে সালাম দেওয়া।

২. শিক্ষককে ক্লাসে প্রবেশ করতে দেখে না দাঁড়িয়ে তাঁর সালামের জওয়াব দেওয়া।

৩. বিশেষ প্রয়োজনে শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে বাইরে যাওয়া।

৪. অনুমতি ব্যতীত কারু আসনে না বসা।

৫. শিক্ষক ক্লাসে থাকাবস্থায় প্রবেশের জন্য 'সালাম' দিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করা।

৬. নির্ধারিত আসনের অতিরিক্ত সহপাঠী আসলে নিজেরা চেপে চেপে বসে তাকেও বসার সুযোগ করে দেয়া।

৭. বিনা অনুমতিতে কারো জিনিস গ্রহণ না করা।

৮. বেঞ্চ, টেবিল বা দেয়ালে কিছু লেখা বা আঁকাজোকা না করা ।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশের শুরুতে কি করবেন?

(খ) শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশের শুরুতে সালাম দিলে ছাত্ররা কি করবে?

(গ) শিক্ষককের সালামের জওয়াব দাঁড়িয়ে দিতে হবে না বসে?

(ঘ) ক্লাসের বাইরে যেতে হ'লে কি করতে হবে?

(ঙ) বিনা অনুমতিতে কারো জিনিস গ্রহণ করা যাবে কি?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) শ্রেণীকক্ষে প্রবেশের নিয়ম কি?

(খ) নির্ধারিত আসনের অতিরিক্ত সহপাঠী আসলে কি করবে?

৩. শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করলে.....সালামের জওয়াব দিতে হবে।

(খ) বিনা অনুমতিতে কারো জিনিস ...... করা যাবে না।

(গ) বিশেষ প্রয়োজনে শিক্ষকের ....নিয়ে বাইরে যাওয়া।

[বি. দ্র. : শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে ছাত্রদেরকে ব্যবহারিকভাবে উক্ত আদবগুলো শেখাবেন]

****

سبحانك اللّٰهُمَّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللّٰهُمَّ

اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب-